কাগজে-কলমে কলেজ, বাস্তবে ফাঁকা মাঠ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত ‘মেহেরপুর টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট’ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরে কাগজে-কলমে পরিচালিত হলেও বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটিতে নেই কোনো শিক্ষার্থী, নেই কোনো শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম।

অথচ শিক্ষা অফিসের তালিকায় প্রতি বছরই এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ থেকে ১৫ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চলতি বছরও জেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে বলে উল্লেখ রয়েছে। মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে। ওই কেন্দ্রের পরীক্ষা কমিটির সদস্য মো. জাহিদুল আলম জানান, কেউই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেনি, এমনকি কেউ পরীক্ষায়ও অংশ নেয়নি।

অভিযোগ রয়েছে, ২০০৫ সাল থেকেই নিয়মিতভাবে ভুয়া পরীক্ষার্থী দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রায়হান মুজিবের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি দাবি করেন কলেজেই অবস্থান করছেন। আমরাও কলেজে জানালে তিনি দুখ প্রকাশ করেন। পরে তিনি স্বীকার করেন বর্তমানে কেবলমাত্র কাগজে-কলমে ২৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এবছর ১০ জন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

অভিযোগ অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৪ সালে রাজনৈতিক প্রভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় এই কলেজ। তবে এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানমুখো হওয়া বন্ধ করে দেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ভবনটি স্থানীয়দের কাছে কার্যত গুদামঘরে পরিণত হয়েছে। মাঠে কাজ করতে যাওয়া শ্রমজীবী বজলুর রহমান প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে পতাকা এনে কলেজে উত্তোলন করেন এবং কাজ শেষে আবার পতাকা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। এজন্য তাকে মাস শেষে কিছু হাতখরচ দেয়া হয়। বজলুর রহমানও বিষয়টি স্বীকার করেন। প্রতিষ্ঠানটির বারান্দা ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষিপণ্যের অস্থায়ী সংরক্ষণাগার হিসেবে। অথচ কাগজে-কলমে এখনো সেখানে কর্মরত রয়েছে ৫ জন শিক্ষক ও ৬ জন কর্মচারী।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হযরত আলী বলেন, “বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন এখনো বাতিল হয়নি। ফলে এটি অফিসিয়ালি বন্ধ হিসেবে তালিকাভুক্ত নয়। তবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠানটির কোনো কার্যক্রম নেই, বিষয়টি আমরা অবগত।” তবে তিনি স্বীকার করেন এবারও এইচএসসি পরীক্ষায় ওই প্রতিষ্ঠানের ১০ জন অংশ নেয়ার তালিকা দিয়েছেন জেলা প্রশাসন।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের উত্তরসরিদের কাছ থেকে কেনেন। দীর্ঘ ৪০ বছর এই জমি আমরা ভোগ দখল করে আসছি। অথচ, পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দু:স্কৃতিকারীর দাবী করছে এই জমি তাদের।

প্রায় ৪০ বছর যাবৎ আমার দাদার ওয়ারিশ আমার বাবা ও চাচারা ভোগ দখল করে আসছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ওই জমিতে সবুজ সার তৈরী করতে আমরা ধইঞ্চা বুনেছিলাম। কয়েকদিন আগে সেটা কেটে জমিতেই পচান দিয়েছি। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ধান লাগাবো। এর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জিয়াউল হক, সেন্টু,

জাহাঙ্গীর ও লাল্টু বলছে এই জমি আমাদের।

অথচ, বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কোনোদিন তারা বলেনি এই জমি তাদের। আমরা এই জমিতে ধইঞ্চা বুনেছি ধান লাগাবো বলে। অথচ, এখন তারা বলছে ধইঞ্চা তারাই লাগিয়েছে, আমরা রাতের আধারে কেটে দিয়েছি। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরাই ধইঞ্চা কেটেছি এজন্য আমাদের দৃষ্টান্তমুলক দাবী জানাচ্ছেন। আমার পৈত্রিক জমিতে অবৈধভাবে কয়েকজন সাংবাদিক এনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা ক্ষেত কর্তনের অভিযোগ তুলেছেন। জমিটি তার দাবি করে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা আমরা কেটে দিয়েছি বলে দাবী করেন। যা মিথ্যা ও সাজানো নাটক। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

তবে, বেশ কয়েকজন পার্শ্ববতি জমির মালিক বলেন, আমরা ৩৫/৪০ বছর যাবৎ এই জমিটি হেলাল মাস্টার ও তাদের বাপ চাচাদের আবাদ করতে দেখেছি। তবে, তারা বলেন, জিয়াউল, লাল্টুসহ অন্যান্যরা এই জমির পাশের ১০১৩ দাগ ৭ শতক জমি পাবে। অথচ, তারা পুরো ৫৫ শতক জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং হেলাল মাস্টারদের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার মিথ্যা নাটক সাজাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক হেলাল উদ্দীন অভিযোগ করেন, তেরাইল মৌজার আরএস খতিয়ান ১৫৭৫, দাগ নম্বর ১০১৩ দাগভুক্ত ৭ শতক জমি তার দাদা বাদল শেখের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধইঞ্চার জমিটি ১০১৫ দাগে আমার বাবা ও চাচার জমি ৫৫ শতক। দীর্ঘদিন ধরে তারা আমরা এই জমি ভোগদখল করে আসছি। জমিটি নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এবিষয় নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে শালিস বৈঠক করেছেন। এনিয়ে মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]